দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ .... 2 0 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ইবি ভিসির সাথে জমিয়াতুল মোদাররেছীন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে যা দরকার সব করা হবে

–ড. এম আলাউদ্দিন

ইবি থেকে আলতাফ হোসেন

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষার আধুনিকায়নে যা কিছু করা দরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আন্তরিকতার সাথে তার সবকিছু করবে। সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজা সব সময় উন্মুক্ত থাকবে। গতকাল (রোববার) মাদ্রাসা

পৃঃ ২ কঃ ৮

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এ কথা বলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন।

সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার, রেজিস্ট্রার ড. মোসলেম উদ্দিন। ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিনের সাথে গতকাল বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজীর নেতৃত্বে একুশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বেলা ১২টার সময় সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী সংগঠনের সভাপতি ও ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের পক্ষ থেকে নতুন ভিসি, প্রো-ভিসি এবং ট্রেজারারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষকদের অভিভাবক এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।' এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষার বিভিন্ন দিক উন্নয়নের স্বার্থে নেতৃবৃন্দ ভিসির নিকট ৯ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হলো- ১. বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স সংশোধন, ২. বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা অফিসকে সক্রিয় করা, ৩. ফাজিল ও কামিল স্তরের স্টাফিং প্যাটার্ন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ, ৪. ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার স্বীকৃতি নবায়ন, ৫. ফাজিল ও কামিলের সিলেবাস সংশোধন, ৬. ২০০৮ সালে ফাজিলে উত্তীর্ণদের কামিলে ভর্তি, ৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষকগণকে সম্পৃক্ত করা, ৮. কামিল মাদ্রাসার কেন্দ্র বহাল রাখা, ৯. মাদ্রাসাসমূহের পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। জমিয়াতুল মোদাররেছীনের এ দলের সাথে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ, মাওলানা খলিলুর রহমান, মাওলানা শরাফত আলী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা শামসুল আলম চৌধুরী, মাওলানা মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান, মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী, ড. এ কে এম মাহবুবুর রহমান। অন্য নেতৃবৃন্দরা হলেন- মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা মোজাম্মেল ইসলাম, মাওলানা মঞ্জুর কাদের, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা রুহুল কুদ্দুস, মাওলানা নুর মোহাম্মদ, মাওলানা আবুল বসর হুসেনী, মাওলানা হায়দার আলী ও মাওলানা সাইদুর রহমান।

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের দাবির প্রেক্ষিতে ভিসি বলেন, 'অচিরেই ঢাকার অফিসকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়া হবে এবং এ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্য দাবিগুলো আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান।' এসময় তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান।

প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন বলেন, 'আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

ট্রেজারার প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের মূল শিক্ষাকে তুলে ধরতে হবে।